Vol. 2 | No. 2 | 1958

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সহিত্যের কথা : ১ম খণ্ড (প্রাচীন যুগ)

Volume	2
Issue	2
Year	1958
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ শরীফ
Published online	June 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v2i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v2i2.5
Pages	309-313
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ পরিচয়

বাংলা সহিত্যের কথা ঃ ১ম খণ্ড (প্রাচীন যুগ)। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। শোভন সংস্করণ, ১৯৫৮। মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ রেনেসাঁস্ প্রিণ্টার্স, ঢাকা ; পরিবেশক ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। দাম ঃ দু'টাকা বারো আনা।

'বাংলা সাহিত্যের কথা' বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের ইতিহাস নয়—প্রাচীনযুগের বাংলা রচনা ও রচয়িতা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সমষ্টি মাত্র। লেখকও তা দাবী করেন না। ভূমিকায় তিনি পষ্ট করেই বলেছেন, "আমি ১৯১৯ ইং সাল হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা ও গবেষণায় রত আছি। এই সম্বন্ধে আমার লিখিত বহু প্রবন্ধ বিবিধ পত্রিকায় ছড়াইয়া আছে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিকে সংগ্রহ করিয়া এবং কিছু নূতন রচনা সংযোগ করিয়া এই 'বাংলা সাহিত্যের কথা' প্রকাশিত হইল।" অতএব, প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশের মধ্যে পারম্পর্য থাকলেও তা' আকস্মিক,—সুপরিকল্পিত নয়। কাজেই গবেষণামূলক প্রবন্ধ-সংকলন হিসেবেই এ বইয়ের বিচার বাঞ্ছনীয়।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কেবল বহুভাষাবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত নন, বহুবিষয়বিদ্ লেখকও বটেন। মুখ্যত তিনি ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করলেও, পণ্ডিত সমাজে তাঁর প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র গবেষকরূপে। এ বিষয়েই 'Thesis' লিখে তিনি 'D. Lit' উপাধি লাভ করেন। বিগত চল্লিশ বছরের গবেষণালব্ধ জ্ঞান- প্রজ্ঞা- ও অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই প্রবন্ধগুলো লেখকের স্থির-সিদ্ধান্তের পরিচয় বহন করছে। অবশ্য গবেষণার ক্ষেত্রে চরম কথা ঘোষণা করা চলে না। নতুন তথ্যের আবিষ্ক্রিয়া এবং নতুন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ নতুন সত্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে। এই জন্যে

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গেও অন্যান্য পণ্ডিতের নানা বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

১৩২৩ সনের এক স্মরণীয় দিনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নাম দিয়ে চর্যাগীতিগুলো সম্পাদনা করে প্রকাশিত করেন। সে থেকে গেলো পঞ্চাশ বছর ধরে বড় ছোট বহু পণ্ডিত এ বিষয়ে নানা মত পোষণ করে আসছেন। বাংলার প্রতিবেশী ভাষাগুলোও চর্যাগীতির দাবীদাররূপে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। চর্যাগীতি যে বাংলা ভাষারই আদিরূপ তা' আজো নির্দ্বন্দ্ব সত্য নয়। তাই এই সেদিনও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ এ মামলায় নতুন 'সওয়াল-জওয়াব' পেশ করেছেন।[১]

বাঙালীরা চর্যাগীতিকে বাংলা বলেই জানে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেছে এদের রচনাকাল নিয়ে। এ ব্যাপারে আজো কোন দুই মুনি একমত নন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধ বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, মনীন্দ্র মোহন বসু এবং সুকুমার সেনকেই এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বলে মেনে নেয়া হয়েছে। এঁদের কেউ কিন্তু সংশয়াতীত তথ্য-প্রমাণ যোগে কালের কবল থেকে কাল-সমস্যার সমাধান-কাঠি আবিষ্কারে সফল হন নি।

ইদানীং কোন কোন বাঙালী পণ্ডিত চর্যাগীতির উপর উড়িয়া, অসমীয়া, মৈথিলী ও হিন্দির আংশিক দাবী তথা চর্যাগীতির সঙ্গে উক্ত ভাষাগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করেন।[২] এসব এখন আর সমস্যা বলে গণ্য হয় না। সমস্যা রয়েছে চর্যাগীতি রচয়িতাদের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে চর্যা-রচয়িতাদের আবির্ভাবকাল নিম্নরূপ ঃ

১। সাহিত্য পত্রিকা : ১ম সংখ্যা—'বৌদ্ধ গানের ভাষা'।

২। (ক) ইসলাম বাংলা সাহিত্য ঃ পৃঃ ৪। (খ) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১।২, পৃঃ ৭৬—৭৭। (গ) ওড়িয়া সাহিত্য, প্রিয় রঞ্জন সেন, পৃঃ ৮। (ঘ) চর্যাগীতি-পদাবলী ঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৯। (ঙ) ভাষার ইতিবৃত্ত (৪র্থ সং) : সুকুমার সেন, পৃঃ ৯৫।

ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে ঃ

মীননাথ	৭ম শতকের মধ্যভাগ (পৃ ঃ ৩, ২৪)
কানু পা*	৮ম শতক (পৃঃ ২৪)
চৌরঙ্গী পা	৯ম শতকের প্রথমার্ধ (পৃঃ ৩০)
শবরী পা (শবর পা)‡	৭ম-৮ম শতকে (পৃঃ ৪৪) (৬৮০—৭৬০ খৃঃ)
লুই পা	৭৩০—৮১০ খৃঃ (পৃঃ ৪৫)
বিরূপা	৮ম শতক (পৃঃ ৪৮)
ডোম্বীপা	৭৯০—৮৯০ খৃঃ (পৃঃ ৫৬) [মৃত্যু ৮২০ খৃঃ (পৃঃ ৫৭)]
তেলিপা	৯৯০ খৃঃ মৃত্যু (পৃ: ৫৬)
নারোপা	১০৩৯ খৃঃ মৃত্যু (ঐ)
[ইন্দ্রভূতি	জন্ম ৭০০, মৃত্যু ৭৮০ খৃঃ]
দারিকপা	৮ম-৯ম শতক (পৃঃ ৫৭, ৬৮)
কুক্কুরীপা	৮ম শতকের প্রথমার্ধ (পৃঃ৬৫) মৃত্যু ৭৭০, খৃঃ (পৃঃ ৫৭)
ভুসুকু	১০ম শতকের শেষার্ধ (পৃঃ৬৪)
কম্বলাম্বর	৮ম শতকের প্রথমার্ধ (পৃঃ৬৬)
আর্যদেব	ঐ (ঐ)
কঙ্কণ	ঐ (পৃঃ৬৭)

সম্প্রতি আবিষ্কৃত তথ্যের আলোকে ঃ

'Deb-ther-Snon-Po'এর অনুবাদ Blue Annals অনুসারে বৌদ্ধ চুরাশী সিদ্ধার গুরুপরম্পরার কতেকাংশ এরূপ ঃ বজ্রধর—বজ্রপাণি—সরহ শবর—লুইপা—দারিকপা ও ডঙ্গিপা—বজ্রঘণ্ট—কুর্মপাদ—জয়ন্ধর—কৃষ্ণাচার্য—বিজয়পাদ—তিল্লিপা—নারোপা—শান্তিপা—অতীশ।

অতীশের জন্ম ৯৮২ খৃষ্টাব্দে এবং নেপালে উপস্থিতি ১০৪০ খৃষ্টাব্দে। অতীশের সময় থেকে হিসেব করে অন্যান্য সিদ্ধাচার্যের আনুমানিক সময় নির্ধারণের চেষ্টাও হয়েছে।

সরহ	৮ম শতকের শেষার্ধ
শবরপা	ঐ
লুই পা	৯ম শতকের প্রথমার্ধ
দারিকপা	ঐ
কানুপা	৯ম শতকের শেষ ও ১০ম শতকের প্রথমার্ধ বা ৮২০—৯০০ খৃঃ

*সম্প্রতি সাহিত্য পত্রিকায় (২য় সংখ্যায়) প্রকাশিত 'কানুপার কালনির্ণয়' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি ৬৭৫-৭৭৫ খৃষ্টাব্দ বলে অনুমান করেছেন।

‡বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত : সাহিত্য পত্রিকা : বর্ত্তমান সংখ্যা তিনি 'শবর পা'র আবির্ভাবকাল ৮ম শতকের মধ্যভাগ বলে উল্লেখ করেছেন। পৃ : ১৩৭।

মহীধর	৮ম শতক (পৃঃ ৬৭)
ধর্মপাদ	ঐ (ঐ)
ভদ্রপাদ	ঐ (ঐ)
শান্তিপাদ	১০ম শতকের শেষার্ধ (পৃঃ ৬৮)
বাণীপাদ	৯ম শতক (পৃঃ ৬৮)
সরহ	১১শ শতক (পৃঃ ৬৯)

ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে ৬৫০-১১শ শতকের মধ্যে চর্যাগীতিগুলো রচিত হয়েছিল।

সাড়ে ছেচল্লিশটি চর্যাগীতিই অর্ধ-শতাব্দীর গবেষণা ও গৌরবের অবলম্বন। এগুলো মোটামুটি পাঁচশ' বছরের সময় পরিসরে রচিত।

একটা জাতির মুখের বুলি বা লেখার ভাষা পাঁচশ'বছর ধরে অবিকৃত রইল। পাঁচশ' বছরের রচনা প্রায় একই ভাষা ও ভঙ্গিতে একই গ্রন্থে সংকলিত রইল ;—এ বড় বিচিত্র ! আজতক্ কোন পণ্ডিত লোকমনের এ স্বাভাবিক প্রশ্নের জবাব দেবার সার্থক চেষ্টা করেন নি।[৩]

নারোপা	১০ম শতকের শেষার্ধ
শান্তিপাদ	১১ শতকের প্রথমার্ধ
১ম ভুসুক	৯ম শতকের প্রথমার্ধ
২য় ভুসুক	১১ শতকের মাঝামাঝি
ডোম্বীপা	৯ম শতকের শেষার্ধ
আর্যদেব	৮ম শতকের শেষার্ধ
কুক্কুরীপা	ঐ
মীননাথ	৯ম শতকের প্রথমার্ধ
বিরূপা	৯ম শতকের শেষার্ধ
কম্বলাম্বরপা	ঐ
তিরোপা (তন্ত্রীপা)	ঐ
ভদ্র পা	১০ম শতকের প্রথমার্ধ
মহীপা	ঐ
কঙ্কণ পা	ঐ
বীণাপা	১০ম শতকের মাঝামাঝি।

চর্যাগীতির রচনাকাল ৭৫০-১০৫০খৃষ্টাব্দ।[৪]

৩। (ক) ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'চর্যাগীতি-পদাবলী'র ভূমিকায় গীতিগুলোর ভাষার কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে এগুলো ১১শ—১২শ শতকে রচিত। পৃঃ ৬। চর্যাকারদের সম্বন্ধেও তাঁর স্বতন্ত্র মত আছে।

(খ) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও চর্যাগীতির ভাষাকে১০ম-১১শ শতকের ভাষা বলে মনে করেন।

৪। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : সুখময় মুখোপাধ্যায় : চর্যাগীতি, পৃঃ ১-১৫।

ইনি প্রধানত : Blue Annals, Bu-ston Rin-Po-Che (অনুবাদ Dr. E. Obermiller), বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'পুরাতত্ত্বনিবন্ধাবলী' ও ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের আলোকে আলোচনা করেছেন। [ডক্টর ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৫ সন ও বিহার-উড়িষ্যা রিসার্স সোসাইটি জার্ণাল Vol. XIV No. 2।]

এখানে উল্লেখ্য যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতই অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণীয়। কেননা, তিব্বতী, নেপালী প্রভৃতি ভাষার মূলগ্রন্থগুলোর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে।

লেখক লাউসেন আর ময়ূর ভট্টের সময়ও নির্ণয় করেছেন, কিন্তু এঁদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান পণ্ডিতেরও অভাব নেই। আর ,ধর্ম'মতবাদের উদ্ভব এবং স্বরূপ সম্বন্ধেও সব পণ্ডিত আজো একমত নন।[৫]

এ গ্রন্থের বিশেষ মূল্যবান রচনা চারটে : 'চর্যাগানের সাহিত্যিক মূল্য' 'প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' 'বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালার সমাজ চিত্র' এবং 'লোক সাহিত্য'।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। ছোট ছোট সরল বাক্যযোগে ইনি জটিল কথাকেও রূপকথার ন্যায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁর এ ভঙ্গি অনেককেই মুগ্ধ করে। লেখার এ ঢঙও শক্তির পরিচায়ক বইকি!

ডক্টর মুহম্মদ্ শহীদুল্লাহ্ পুরোণো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। তাঁর কাছে—এরূপ বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ নয়—পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসই আমরা আশা করি। কেননা, এরূপ ক্ষুদ্র খণ্ড প্রবন্ধের দ্বারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কোন সামগ্রিক দৃষ্টি বা ধারণা লাভ করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়।
বইটির প্রচ্ছদ সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ। ছাপা ভাল কিন্তু কাগজ তেমন ভাল নয়।

আহমদ শরীফ

৫। (ক) বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস : নতুন সংস্করণ : আশুতোষ ভট্টাচার্য।
(খ) প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন।